International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 5, May- 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |**Thomson Reuters Researcher ID: L-5236-2015**

প্রাচীন ভারতীয় চেতনার আলোকে রবীন্দ্রনাথের 'কাহিনী' কাব্য : একটি নিবিড় পাঠ

সঞ্জয়চন্দ্র দাস,
বাংলা বিভাগ, পাণ্ডু মহাবিদ্যালয়,
পাণ্ডু, গুয়াহাটি-১২

সংক্ষিপ্ত সার :
উনিশ শতকের পাশ্চাত্যের অভিঘাতে বঙ্গদেশে নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল। এই নবজাগরণের অন্যতম ধারক ও বাহক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১)। তাঁর অন্যান্য রচনার মতো প্রাচীন ভারতীয় ভাবানুসঙ্গে রচিত কাব্য-কবিতাগুলির মধ্যেও আধুনিক মানসের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ, দেশাত্ববোধ, নারীমুক্তি চেতনা, যুক্তিবাদ, আধ্যাত্মিক চেতনায়— ঐক্য-মঙ্গল-শান্তি এবং সর্বোপরি বিশ্ব-মানবতাবাদের জয়গান প্রভৃতি প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর 'কাহিনী' (১৩০৬ বঙ্গাব্দ) কাব্যের অন্তর্গত দুটি কবিতা ও তিনটি কাব্যনাট্যে আধুনিক মনন-সমৃদ্ধ প্রাচীন ভারতীয় ভাবানুসঙ্গের নবরূপায়ণ ঘটেছে। 'কাহিনী' কাব্যের 'পতিতা' কবিতায় ঊনবিংশ শতাব্দীর নারী-চেতনার উপলব্ধি স্পষ্টরূপে ধরা পড়েছে। 'কাহিনী' কাব্যের 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় মানুষের ভাষার দৈন্য ও ছন্দের মহত্ব সম্পর্কে বাল্মীকির মনোভাব আসলে রবীন্দ্রনাথের মনেরই অভিব্যক্তি রূপে প্রকাশ পেয়েছে। এই কাব্যের 'গান্ধারীর আবেদন', 'কর্ণ-কুন্তি সংবাদ' ও 'নরকবাস'— এই কাব্যনাট্য তিনটি মহাভারতীয় কাহিনিকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে। তবে মহাভারতীয় ঘটনা ও বিষয়বস্তুকে রবীন্দ্রনাথ নিজের মতো করে গ্রহণ করেছেন এবং আধুনিকতার সূত্রপাত করেছেন। এইভাবে, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণের অন্যতম অগ্রদূত রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় পৌরাণিক সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করে তাকে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে নবরূপ দান করেছেন।

বীজ-শব্দ : প্রাচীন ভারতীয় চেতনা, নবজাগরণ, রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্র-কাব্য, 'কাহিনী' কাব্য, শিল্পমূল্য।

মূল আলোচনা :
উনিশ শতকের পাশ্চাত্যের অভিঘাতে বঙ্গদেশে যে নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল তার অন্যতম ধারক ও বাহক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১)। আমাদের নবজাগরণের অন্যতম একটি দিক শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় এভাবে ব্যক্ত হয়েছে— "Break the Maul of past, but keep safe its spirit, or else thou hast no future."[১] তারই পরিপূর্ণ সার্থকতা আমরা রবীন্দ্রনাথে লক্ষ করেছি। শুধু এই অতীতের আবিষ্কারই নয়, তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করাই ছিল রবীন্দ্র-প্রতিভার অন্যতম দিক। সমালোচকের দৃষ্টিতে— "ঐতিহ্যের সাহায্যে আধুনিকীকরণের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন— রবীন্দ্রনাথ।"[২] তাই তাঁর অন্যান্য রচনার মতো প্রাচীন ভারতীয় ভাবানুসঙ্গে রচিত কাব্য-কবিতাগুলির মধ্যেও আধুনিক মানসের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ, দেশাত্ববোধ, নারীমুক্তি চেতনা, যুক্তিবাদ, আধ্যাত্মিক চেতনায়— ঐক্য-মঙ্গল-শান্তি এবং সর্বোপরি বিশ্ব-মানবতাবাদের জয়গান প্রভৃতি প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর 'কাহিনী' (১৩০৬ বঙ্গাব্দ) কাব্যের অন্তর্গত দুটি কবিতা ও তিনটি কাব্যনাট্যে আধুনিক মনন-সমৃদ্ধ পৌরাণিক চেতনার নবরূপায়ণ ঘটেছে।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 5, May- 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |**Thomson Reuters Researcher ID: L-5236-2015**

'কাহিনী' কাব্যের 'পতিতা' কবিতাটি বাল্মীকি রামায়ণের আদিকাণ্ডে বর্ণিত ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান [৩] অবলম্বনে রচিত হয়েছে। রামায়ণের কাহিনি অনুযায়ী অঙ্গরাজ রোমপাদের প্রয়োজনে মুণি ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রলোভিত করে অঙ্গরাজ্যে নিয়ে আসার জন্য মন্ত্রগণ বারাঙ্গনাদের নানা অলংকারে ভূষিত করে বনে পাঠিয়ে দেন। বারাঙ্গনারা তাঁদের প্রলোভনের ফাঁদে ঋষ্যশৃঙ্গকে বন্দী করে অঙ্গরাজ্যে নিয়ে আসতে সক্ষম হন।

উপরোক্ত ঋষ্যশৃঙ্গ-উপাখ্যানের একটি সূক্ষ্ম ভাবকে গ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথ 'পতিতা' কবিতায় নিজস্ব ভাব কল্পনার মধ্য দিয়ে পুরাণ-চেতনার নবরূপ দান করেছেন। আলোচ্য কবিতায় রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, ঋষ্যশৃঙ্গ নারী-পুরুষের ভেদাভেদ জানতেন না। তাই তিনি প্রলোভিত করতে আসা বারাঙ্গনাদের দেখে তাঁদের ঋষিজ্ঞানে পূজা ও অভ্যর্থনা করতে আরম্ভ করেন। ঋষ্যশৃঙ্গের এই পূজা ও প্রেম-জ্যোতির স্পর্শলাভে একজন বারাঙ্গনার হৃদয় কলুষিত জীবন থেকে সহসা জেগে ওঠে। সমালোচকের ভাষায়— "মানুষের মধ্যে দেবতার অধিষ্ঠান। বারাঙ্গনাদের সেই অন্তর্নিহিত দেবতাকে উদ্বোধন করিয়াছেন ঋষ্যশৃঙ্গ। পতিতার হৃদয় যে দিব্যভাবের দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা কোনরূপ লোকবুদ্ধির দ্বারা বোধগম্য নয়।"[৪] বারাঙ্গনার হৃদয় জাগরণের এই মূলকথা কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে নেই। রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব চিন্তা-চেতনার দ্বারা যেভাবে বারাঙ্গনাদের হৃদয় উন্মোচন করে তাঁকে ব্যক্তিত্বময়ী নারীরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তা সত্যিই আশ্চর্যজনক। বিশেষ করে নারী যে কেবল ভোগের সামগ্রী নয়, তার মধ্যে এ রয়েছে— "জননীর স্নেহ, রমনীর দয়া",[৫] সর্বোপরি স্বর্গীয় প্রেমের ছোঁয়া, ঋষ্যশৃঙ্গের সান্নিধ্যে এসেই বারাঙ্গনা তা উপলব্ধি করেছেন। তাই সাধারণ লোকবুদ্ধির প্রতিনিধি রোমপাদের মন্ত্রীকে উদ্দে শ্য করে বারাঙ্গনা বলেছেন— "আমি শুধু নহি সেবার রমনী/ মিটাতে তোমার লালসাক্ষুধা। তুমি যদি দিতে পূজার অর্ঘ্য/ আমি সঁপিতাম স্বর্গসুধা।"[৬] ঊনবিংশ শতাব্দীর নারী-চেতনার উপলব্ধি এখানে স্পষ্টরূপে ধরা পড়েছে।

'কাহিনী' কাব্যের 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতাটি রামায়ণের আদিকাণ্ডে বর্ণিত বাল্মীকির কবিত্ব-লাভের কাহিনিকে[৭] অবলম্বন করে রচিত হয়। কবিতাটির কাব্য-সত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তার সঙ্গে মূল রামায়ণের ভাবগত মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এই কবিতায় নারদ বাল্মীকিকে বলেছেন— " 'সেই সত্য' যা রচিবে তুমি,/ ঘটে যা, তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি/ রামের জনম স্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।"[৮] অনুরূপ কথা মূল রামায়ণেও আছে। সেখানে ব্রহ্মা বাল্মীকিকে বলেছেন— "তচ্চাপ্যবিদিতং সর্বং তে ভবিষ্যতি।/ ন তে বাগনৃতা কাব্যে কাচিদত্র ভবিষ্যতি।।"[৯] অর্থাৎ— "তোমার যা অজ্ঞাত আছে, সে সবই জানতে পারবে। এই কাব্যে তুমি যা বলবে, তার কোনটিই মিথ্যা হবে না।"[১০] তবে 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব এখানেই যে তিনি রামায়ণের মানব-মহিমাকে আধুনিক মননের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। মানবতার পূজারি রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে, সহসা দৈব প্রেরণায় কবিত্বলব্ধ (কবির ছন্দ ও ভাষা লাভ) বাল্মীকি দেবতার বন্দনা-গান না করে আদর্শ মানবেরই বন্দনা ও জয়গান করতে চেয়েছেন— "মানবের জীর্ণ বাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর,/ অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যাবে কিছু দূর/ ভাবের স্বাধিন লোকে,"[১১] মানুষের ভাষার দৈন্য ও ছন্দের মহত্ব সম্পর্কে বাল্মীকির এই মনোভাব আসলে রবীন্দ্রনাথের মনেরই অভিব্যক্তি।

'কাহিনী' কাব্যের অন্তর্গত 'গান্ধারীর আবেদন', 'কর্ণ-কুন্তি সংবাদ' ও 'নরকবাস'— এই কাব্যনাট্য তিনটি মহাভারতীয় কাহিনিকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে। বাকি দুটি কাব্যনাট্য— 'সতী' ও 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'-এর কাহিনি পৌরাণিক নয়, তবে প্রসঙ্গক্রমে দু-এক জায়গায় পৌরাণিক উপাদান এসেছে।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 5, May- 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |Thomson Reuters Researcher ID: L-5236-2015

মহাভারতের সভাপর্বে বর্ণিত গান্ধারী চরিত্রের মহত্বকে অবলম্বন করে 'গান্ধারীর আবেদন'[১২] কাব্যনাট্যটি রচিত হয়েছে। এই কাব্যনাট্যে মহাভারতীয় গান্ধারী চরিত্রের ভাব ও মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ থাকলেও পটভূমি কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে। কপট দুর্যোধন কর্তৃক দ্রৌপদী ও পাণ্ডবদের লাঞ্ছনা চরমে উঠলে মর্মাহত গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে আবেদন করে বলেছেন— "শুন মহারাজ,/ এ মিনতি। দূর করহ জননীর লাজ,/ বীরধর্ম করহ উদ্ধার, পদাহত/ সতীত্বের ঘুচাও ক্রন্দন, অবনত/ ন্যায়ধর্মে করহ সম্মান— ত্যাগ করো/ দুর্যোধনে।"[১৩] মহাভারতেও ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারীর অনুরূপ আবেদন লক্ষ করা যায়— "তস্মদয়ং মদ্বচনাত্ত্যজতাং কুলপালংসনঃ/.... শমেন ধর্মেন নয়েন যুক্তা তে বুদ্ধিঃসাহস্ত তে মা প্রমাদ্দীঃ।"[১৪] অর্থাৎ— "অতএব আপনি আমার বাক্যে এই কুলকলঙ্ক দুর্যোধনটাকে ত্যাগ করুন। ... পূর্ব্বে আপনার যে বুদ্ধি শান্তি, ধর্ম্ম ও নীতিযুক্ত ছিল, এখনও সে প্রকার বুদ্ধিই হউক; আপনি অনবহিত হইবেন না।"[১৫] ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয়— সমগ্র মহাভারতের এই মূল বাণী 'গান্ধারীর আবেদন'-এ অক্ষুণ্ণ থাকলেও রবীন্দ্রনাথের হাতে গান্ধারী চরিত্রটি আরও বেশি ভাস্বর হয়ে উঠেছে। চিরন্তণ ন্যায়বোধ ও সত্যধর্ম গান্ধারী চরিত্রের মূল কথা। অন্যদিকে ধৃতরাষ্ট্রের মুখের বাণী— "অন্ধ আমি অন্তরে বাহিরে চিরদিন"[১৬] এবং দুর্যোধনের মুখের উক্তি— "আজি পাণ্ডুপুত্রগণে পরাভব বহি/ বনে যায় চলি— আজ আমি সুখি নহি;/ আজ আমি জয়ী"[১৭] প্রভৃতি মহাভারতের চির কপট ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধন চরিত্রে নতুনত্ব দান করেছে।

'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ'-এর মূল বিষয়বস্তু মহাভারতের উদ্‌যোগ পর্ব [১৮] থেকে গৃহীত হয়েছে। তবে মহাভারতীয় ঘটনা ও বিষয়বস্তুকে রবীন্দ্রনাথ নিজের মতো করে গ্রহণ করেছেন। কর্ণ ও কুন্তী— উভয় চরিত্রই রবীন্দ্রনাথের হাতে স্বতন্ত্র মাত্রা লাভ করেছে। মহাভারতের কুন্তী কর্ণের নিকট গিয়ে তাঁর যে জন্ম-রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন, তার মূলে ছিল পাণ্ডবদের প্রতি যাতে কর্ণের মন প্রসন্ন হয়, সেই উদ্দেশ্যে— "আশংস ত্বদ্য কর্ণস্য মনোহহং পাণ্ডবান্ প্রতি।"[১৯] পাণ্ডবদের মঙ্গলার্থে কুন্তীর এই আচরণে কর্ণের প্রতি একান্ত স্নেহ-বাৎসল্য এখানে প্রকাশ পায়নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কুন্তী চরিত্রে রয়েছে উদ্দেশ্য বিবর্জিত একান্ত মাতৃ-হৃদয়ের ব্যাকুল ক্রন্দন— "ত্যাগ করেছিনু তোরে/ সেই অভিশাপে পঞ্চপুত্র বক্ষে ক'রে/ তবু মোর চিত্ত পুত্রহীন— তবু হায়,/ তোরে লাগি বিশ্বমাঝে বাহু মোর ধায়,/ খুঁজিয়া বেড়ায় তোরে।"[২০] অন্যদিকে, কর্ণের যুক্তি ও প্রত্যাখ্যান-উক্তির মধ্যে মহাভারতের প্রতিধ্বনি থাকলেও রবীন্দ্রনাথ আকস্মিক জন্ম-রহস্য উদ্‌ঘাটনে বিহ্বল বিমুঢ় স্নেহ-বুভুক্ষিত কর্ণ হৃদয়ের যে ছবি দিয়েছেন তার তুলনা হয় না— "সত্য হোক, স্বপ্ন হোক, এসো স্নেহময়ী/ তোমার দক্ষিণ হস্ত ললাটে চিবুকে/ রাখো ক্ষণকাল।"[২১]

নিজের জন্ম-রহস্য সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক পূর্বেই অবহিত মহাভারতের কর্ণ চরিত্রে কিন্তু গভীর মাতৃ-প্রেম ও আবেগমথিত স্নেহ-বুভুক্ষিত এই উপলব্ধি অনুপস্থিত। রবীন্দ্রনাথের কর্ণ ও কুন্তী চরিত্রের মহত্ব সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন— "তাঁহার (রবীন্দ্রনাথ) কর্ণ অপূর্ব বীর্য ও অনুপম মমত্বের বিগ্রহ; তাঁহার কুন্তী নিখিলের ভাগ্যাহতা নারীর সকরুণ দীর্ঘশ্বাস। ... একটি কর্তব্যে মহৎ ও অপরটি বেদনায় উজ্জ্বল— কর্ণ-কুন্তী সংবাদ এই প্রভাত-সন্ধ্যার মিলন।"[২২] বুভুক্ষ অন্তরাত্মার ক্রন্দন ও কর্তব্যনিষ্ঠ জীবনধর্মে কর্ণ চরিত্র, অন্যদিকে মাতৃত্বের লাঞ্ছনায় কুন্তী চরিত্র রবীন্দ্রনাথের লেখনিতে অপূর্ব মাত্রা লাভ করেছে।

'নরকবাস' কবিতার উৎস মহাভারতের বনপর্বের সোমক-ঋত্বিক কাহিনি [২৩] থেকে গৃহীত হয়েছে। মহাভারতে আছে— সোমক রাজার একশত পুত্রলাভের জন্য ঋত্বিক তাঁর আয়োজিত যজ্ঞে সোমক রাজার একমাত্র

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 5, May- 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |**Thomson Reuters Researcher ID: L-5236-2015**

(১২) মহাভারতের সভাপর্বের অন্তর্গত অনুদ্যূতপর্বাধ্যায়ে (অধ্যায় : ৭২, শ্লোক : ১-১০) বর্ণিত গান্ধারী চরিত্রের তাৎপর্য 'গান্ধারীর আবেদন'-এর মূল বিষয়বস্তু।

(১৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'কাহিনী', "রবীন্দ্র-রচনাবলী" (তৃতীয় খণ্ড), পৃ-৮৮

(১৪) মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস : "মহাভারতম্", ২/৭২/৮, ১০ (অনু. ও সম্পা.- হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য), পৃ-৫৯৫

(১৫) তদেব, পৃ- ৫৯৬

(১৬) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'কাহিনী', "রবীন্দ্র-রচনাবলী" (তৃতীয় খণ্ড), পৃ-৮৩

(১৭) তদেব, পৃ-৮০

(১৮) মহাভারতের উদ্‌যোগ পর্বের অন্তর্গত ভগবদ্‌যান পর্বাধ্যায়ে (অধ্যায় : ১৩৫, শ্লোক : ২৬-৪৩ এবং অধ্যায় : ১৩৬, শ্লোক : ১-২৭) 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ'-এর বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে।

(১৯) মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস : "মহাভারতম্", ৫/১৩৫/১৮ (অনু. ও সম্পা.- হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য), পৃ-১১৯৮

(২০) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'কাহিনী', "রবীন্দ্র-রচনাবলী" (তৃতীয় খণ্ড), পৃ-১৪৯

(২১) তদেব, পৃ-১৪৭

(২২) শিবপ্রসাদ হালদার : "পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য", পৃ-৩১৫

(২৩) মহাভারতের বনপর্বের অন্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্বাধ্যায়ের (অধ্যায় : ১০৫, শ্লোক : ১-৪২) সোমক-ঋত্বিক কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।

(২৪) মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস : "মহাভারতম্", ৩/১০৫/৩৬, ৩৭ (অনু. ও সম্পা.- হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য), পৃ-১০৬৭

(২৫) তদেব, পৃ-১০৬৭

(২৬) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'কাহিনী', "রবীন্দ্র-রচনাবলী" (তৃতীয় খণ্ড), পৃ-১১৫

(২৭) তদেব, পৃ-১১

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ :

(ক) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : 'কাহিনী', "রবীন্দ্র-রচনাবলী" (তৃতীয় খণ্ড), পুনর্মুদ্রণ, পৌষ-১৪১৭, বিশ্বভারতি, কলকাতা।

সহায়ক গ্রন্থ :

(১) বাংলা

(ক) চক্রবর্তী, ধ্যানেশনারায়ণ (অনু. ও সম্পা.) : "রামায়ণম্" (মহর্ষি বাল্মীকি কর্তৃক রচিত), ১৯৯৬, নিউ লাইট, কলকাতা।

(খ) ত্রিপাঠী, অমলেশ : "ইতালীয় রেনেশাঁস, বাঙালীর সংস্কৃতি", চতুর্থ সং ২০০৯, কলকাতা।

(গ) ভট্টাচার্য, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ(অনু. ও সম্পা.) : "মহাভারতম্", (মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস কর্তৃক রচিত), দ্বিতীয় সং ১৩৯২, ১৩৯৪, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 5, May- 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |**Thomson Reuters Researcher ID: L-5236-2015**

(ঘ) হালদার, শিবপ্রসাদ : "পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য", ১৯৮৩, ফার্মা কে. এল. এম প্রা: লি:, কলকাতা।

(২) ইংরাজি

Sharma, G. N. : "Sri Aurobinda and the Indian Renaissance", Vol-17, 1997, Ultra Publication, Bangalore.